শাশ্বত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আংলিক্কান জোটের প্রচারনা

৮ই জুলাই ২০১৪

আংলিক্কান জোট হল বিশ্বের সমস্ত আংলিকান মণ্ডলীর ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের[1] ঐক্য, যারা আসছে জি –২০ সামিট –এ আলোচনার বিষয়াবলি ও সিধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাপ সৃষ্টি করছে। আর ধনী দেশ গুলোর এই উচ্চ পর্যায়ের মিটিং হবে ২০১৪ -র নভেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসেবেনে।

আমরা আশা করছি, শাশ্বত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনে বিশেষত খাদ্যনিরাপত্তার কথা যা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বিঘ্নিত হয়েছে, তা অন্যদের সাথে সাথে বিশ্বের প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ আংলিকান মণ্ডলী ভুক্ত জনগণ তাদের দাবীর কথা বিশ্বের দরবারে এই সামিটের মাধ্যমে পোঁছে দেবে ।

আংলিকান আলাইয়ান্স প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের ফ্যাসিলিটেটর মিস টাগোলিন কাবেকাবে আন্দোলনের সূচনা করতে গিয়ে পবিত্র বাইবেলের আমোষ পুস্তকের ৫:২৪ উল্লেখ করে বলেন-আমরা কি চাই,আপনারা কি তা জানেন? আমরা ন্যায্যতা চাই, আর ন্যায্যতা কেমন হবে তা এই পদে স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে- 'বিচার মহাসাগরের জলবৎ প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা চির প্রবাহমান নদীর স্রোতের ন্যায় বহুক'। আমরা ইহাই চাই[2]।

বিশ্বের অগণিত দেশে, প্রত্যেকটি এলাকার স্থানীয় জনপদ গুলো জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার। আর এর প্রভাবে সৃষ্ট দারিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে নাভিশ্বাস। যেহেতু জি—২০ সুসংহত ও টেকসই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে তাই এই সামিট-এ অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনকে জরুরিভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

ধনী দেশগুলোর এই মহাসভার আলোচ্যসূচিতে এখনও ' জলবায়ু পরিবর্তন ও করনীয়' বিষয়ে কোন কিছু আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ বছরের জুনে যখন সি-২০ সামিট হল, তখন আমরা অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছি। আমরা জানিয়েছি, 'জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়কে জরুরীভাবে গুরুত্ব না দিলে টেকসই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়'[3]।

---

[1] [1] অ্যাংলিকান আলাইয়ান্স, অ্যাংলিকান চার্চ অব মেলানিশিয়া, অ্যাংলিকান বোর্ড অব মিশন- অস্ট্রেলিয়া এন্ড অ্যাংলিকান ওভারসীজ এইড , উল্লেখিত সংস্থাগুলো অ্যাংলিকান কোয়ালিশন-এর সদস্য

[2] [2] বার্তাঃ প্রচলিত ভাষায় পবিত্র বাইবেল, ইউজিন এইচ পিটারসন, ১৯৯৪।

[3] [3] টেকসই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি http://www.c20.org.au/wp-content/uploads/2014/06/C20-Final-Communique.pdf

তিনি বলেন,প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত হয়েছে, প্রতিদিন সাগরের পানির স্তর বৃদ্ধির কারণে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জিবিকা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, তিনি উল্লেখ করেন চার্চ তার সাধ্যমত দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন কিন্তু আরও অনেক কিছু করার আছে । বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন কমানো,অভিযোজন ও প্রশমন । তাছাড়া আমরা মনে করি, তা কার্যকর ভাবে জি-২০ ভুক্ত দেশের পক্ষেই বিশ্বের এ ধরণের সমস্যার সমাধান সম্ভব।

গত সপ্তাহে আংলিকান মণ্ডলীর উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের একটি সভা হয়েছে,যেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সিধান্ত হয়েছে জি-২০ আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়াকে বিশেষভাবে অনুরোধ করবেন যেন তারা উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দস্তাবেজ সহ বিষয়টি দুর্গত জনগনের পক্ষে এই সামিটে তুলে ধরেন[4]।

শাশ্বত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই আংলিকান জোট অস্ট্রেলিয়া সরকারের কাছে জোর দাবী করছে যে, জি-২০ ভুক্ত দেশ গুলোর এ সামিট জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করুন-যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণের দায় স্বীকার করা ও এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায় তারও উপায় বের করা। তাছাড়া জোট তাদের এই দাবী অব্যাহত রাখবেন যেন উন্নত বিশ্ব কার্যকর বাবস্থা নেন।

আরও তথ্যের জন্যঃ

লিংকটি ভিজিট করে পড়লে এ বিষয়ে আরও জানতে পারবেন-http://anglicanalliance.org/pages/8505
আপনার দাবী তুলে ধরতে-http://anglicanalliance.org/Advocacy/oceans-of-justice
এই লেখাটি স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষায় পড়তে ক্লিক করুন। Spanish and Portuguese.

ছবিঃ জলবায়ু পরিবর্তনে সাগরের পানিস্তর বৃদ্ধির জন্য আক্রান্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

জোটের আরও খবর পেতে যোগাযোগ করুন-

For more information about the campaign please contact anglicanalliance@aco.org or
Christina Manning, Anglican Alliance, christina.manning@aco.org, +44 (0)207 3133928.
David Cook, Anglican Overseas Aid, dcook@anglicanoverseasaid.org.au, +61 (0)448 816 900
Brad Chapman, Anglican Board of Mission, education.manager@abm.asn.au, +61 3 9014 9408

টুইটারে লিখুনঃ
@AngliAlliance
@AnglicanOAid
@ABM_Mission
#OceansofJustice

[4] বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দস্তাবেজ http://www.anglicannews.org/news/2014/07/stop-denigrating-climate-change-science,-anglican-church-